দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

128

ভার্সিটি শিক্ষায় বিরাজ করছে চরম প্রতিকূল অবস্থা ॥ মঞ্জুরি কমিশন রিপোর্ট

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

সাম্প্রতিকভাবে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় চরম প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছে। সর্বমোট ২৭টি সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের শতকরা মাত্র ১২ ভাগ ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা খাতে অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতও সন্তোষজনক নয়। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান ক্রমেই নিম্নদিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেট বরাদ্দের শতকরা ৬৭ ভাগই ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ। গবেষণা কর্মে চলছে বেহাল অবস্থা। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বিদ্যমান এসব অব্যবস্থায় গভীর উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়তে আগ্রহী হচ্ছে প্রায় দু'লাখ ছাত্র-ছাত্রী। এদের মধ্যে ২৭টি সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২৪ হাজার শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। বাকিদের কিছু অংশ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

মঞ্জুরি কমিশনের দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বর্তমান অনুপাত মোটেও সন্তোষজনক নয়। যে কারণে হ্রাস পাচ্ছে শিক্ষার গুণগত মান। '৯৪, '৯৫ ও '৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার ছিল ১ঃ১৭। এসময় মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজার ৪শ' ৬১ জন। বর্তমানে সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে অনুদানের পরিমাণ ছিল শিক্ষাবাজেটে শতকরা ১০ দশমিক ৫ ভাগ। ১৯৯৬-৯৭ সালে এ অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় সাত দশমিক নয় ভাগ। একদিকে সরকারী অনুদানের পরিমাণ কমছে অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়াতে পারছে না। সামগ্রিক রাজস্ব বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব আয়ের পরিমাণ শতকরা মাত্র ৫ ভাগ থেকে ১০ ভাগ। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর উপর মঞ্জুরি কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছে।